মহিলা ও শিশু

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকন্যারা

গবেষণা, উদ্ভাবন আর সময়োপযোগী প্রযুক্তি আবিষ্কারে ছেলেদের সাথে সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছেন মেয়েরা। এই জয়যাত্রায় কৃষিক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে নেই। কৃষিকাজে কাদামাটিতেও সফল ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কৃষিকন্যারা। কৃষির সাথে হৃদয়ের সেতুবন্ধে মেয়েরাও মেধা-বিজ্ঞতা-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন। বুদ্ধিদীপ্ত তরুণীরা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও কৃষিগবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করছেন। পশুপ্রজনন, নতুন জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল ও মাছের জাত উন্নয়ন এবং কৃষিবিষয়ক উদ্ভাবনে তারা সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠার পর দেশের একমাত্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও ১৯৭৩ সালের আগে মেয়েরা এখানে শিক্ষার সুযোগ পাননি। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ১৭ জন মেয়ে থাকলেও আজ তা বেড়ে দুই সহস্র ছাড়িয়ে গেছে। আগে মেয়েদের জন্য মাত্র একটি হল বরাদ্দ ছিল বর্তমানে দু'টি পূর্ণাঙ্গ হল এবং একটি এক্সটেনশন হলের ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরও ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও মেয়েরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন লেখাপড়া করতে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শত শত কৃষিকন্যার পদচারণায় মুখরিত এ ক্যাম্পাস। প্রতিটি ছাত্রীই কৃষিশিক্ষায় তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। পশুপালন, পশুচিকিৎসা, কৃষি, মাৎস্যবিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল ও কৃষি অর্থনীতিসহ মোট ছয়টি অনুষদে ৪৩টি বিভাগের প্রতিটিতেই তারা কাজ করছেন, তৈরি করছেন নতুন নীতিমালা। প্রযুক্তি নিয়ে মাঠপর্যায়েও তারা কিষান-কিষানীদের সাথে মতবিনিময় করছেন। পর্যবেক্ষণ করছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি, মাৎস্য ও পশুসম্পদের বর্তমান অবস্থা। কৃষকসহ দেশের সবাইকে উৎসাহী করতে হবে। কৃষিশিক্ষার পাশাপাশি কৃষিকন্যারা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলা, স্কাউটিং, বিএনসিসি, কম্পাস নাট্য সম্প্রদায়ে নাটক, বাঁধনে স্বেচ্ছাসেবক, রোভার ক্লাব ও অন্যান্য কর্মকান্ডে ব্যাপক অবদান রাখছেন। স্কাউটিংয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের বেশ সুনাম রয়েছে। কৃষি বিষয়ে স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়ালেখার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রযাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত কৃষির সূচনা মেয়েরাই করেছিলেন। গবেষণা ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনে কৃষিকন্যাদের আত্মনিয়োগ তারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাপলা, তাপসী, মিলি, লিজা, রূপা, মিতা, লিমা, সোহাগী বললেন, কৃষিশিক্ষায় মেয়েদের অনেক বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যথেষ্ট পারদর্শিতার সাথে শিক্ষা অর্জন করে যাচ্ছি। শুধু তা-ই নয়, বর্তমানে মেয়েরা কৃষিক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে কাজ করছেন। এমনকি মেয়েরা উচ্চতর গবেষণায় পিছিয়ে নেই ছেলেদের তুলনায়। তবে বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু প্রতিকূল অবস্থার কারণে আমরা সব সময় সমানতালে চলতে পারি না। তবে সেসব সমস্যার সমাধান বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গুরুত্বের সাথে করছে বলে আমরা মনে করি। কৃষিশিক্ষায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি কৃষি খাতকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও মেয়েরা এনজিও থেকে শুরু করে মার্কেটিং চাকরিতেও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় কৃষিশিক্ষা তথা কৃষি খাতে আমরা আমাদের মেধা, জ্ঞান ও মনন দিয়ে জায়গা করে নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে তা আরো দৃঢ় হবে বলে আশা করছি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আমাদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ না করে যদি বদলে ফেলা হয় তবে আমাদের নিয়ে কৃষি খাত একদিন ধন্য হবে।

সফল কৃষিকন্যাদের কথা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী শাহানারা আহমেদ। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পাস করে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। পরে দেশের বাইরে থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক পর্যায়ে তিনিই একমাত্র সহকারী প্রক্টর এবং প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। কথা হয় তার সাথে। তিনি জানান, কৃষি শিক্ষা তার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। খুলে দিয়েছে ভাগ্যের চাকা। এ পেশায় নিয়োজিত হয়ে সফলতার শীর্ষে পৌঁছতে পেরেছি। একজন মেয়ে হয়ে আর কী বা চাওয়া থাকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রক্টর, পিএইচডি সব পর্যায়ে আমি সফলতার সাথে অতিক্রম করেছি। এখন শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণে নিজেকে নিয়োজিত করব দেশ সেবার ব্রত নিয়ে। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ থেকে পাস করে বর্তমানে পূবালী ব্যাংকে কাজ করছেন রেকসোনা আখতার। তিনি জানালেন তার সফলতার ইতিকথা। আমি যে অনুষদে পড়েছি সে অনুযায়ী ব্যাংকে চাকরি করব এটাই আমার লক্ষ্য ছিল। আশানুরূপ তা-ও অর্জন করে সফলতার মুখ দেখেছি।

এখন খুব আত্মতৃপ্তির সাথে কাজ করে যাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েরা যখন চাকরি করে তখন নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে অগাধ। তাই নিজের অধিকার বাস্তবায়নে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। আমরা যারা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছি তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েই এখন সফলতার সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে চলেছেন। অবদান রাখছেন দেশ গঠনে, জাতি বিনির্মাণে।

কেন জীবন হবে মূল্যহীন

পত্রিকার পাতা খুললে প্রায় প্রতিদিনই চোখে পড়ে নারী নির্যাতন, অপমৃত্যু, আত্মহত্যার ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে এর আগেও লিখেছি। অনেকবার ভেবেছি আর লিখব না। কিন্তু বিবেকের দংশনে প্রতিবাদের একমাত্র অবলম্বন কলম ধরতে বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের সবারই জানা, সেই সৃষ্টির শুরু থেকে নারীরা পুরুষদের তুলনায় শারীরিক শক্তিবলে কিছুটা দুর্বল এবং তাদের আরো দুর্বল করেছে পরনির্ভরতা ও আর্থিক দৈন্য। এর জন্য পারিবারিক-সামাজিক নীতিনির্ধারকরাই অনেকাংশে দায়ী। যদিও ধর্মীয় অনুশাসন মতে, পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়ে, স্ত্রীর যথার্থ অধিকার আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই প্রাপ্যতা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন এবং এ বঞ্চনার সুযোগ নিচ্ছে নিকটজনরাই। প্রয়োজন তারা বন্ধু থেকে বন্ধুকে, প্রেমিক থেকে প্রেমিকাকে, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, যা তাদের বাধ্য করছে অপমৃত্যু, আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হতে। বিষয়টি আমরা অবশ্য ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরই বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি। ইভটিজিংয়ের বেলায় আমরা কী দেখছি? দেখছি, মেয়েটি পথ চলতে শারীরিক ও মানসিকভাবে উত্ত্যক্ত হচ্ছে। স্বজনদের কাছে নালিশ জানিয়ে ধিকৃত হচ্ছে। পরিবার বা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা থেকে সমর্থন আদায় করা থেকে ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের তির্যক দৃষ্টি, সন্দেহবাতিকতার আড়ালে নষ্টভ্রষ্টা ধিক্কার চলতে-ফিরতে তীরবিদ্ধ করছে, তখনই তারা জীবনের প্রতি সব আগ্রহ হারিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। সে অবুঝ মেয়েটি, যে জীবনের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সবটুকু নিঃসঙ্কোচে বিসর্জন দিয়ে আপন মনে স্বপ্ন দেখেছিল যে মানুষটিকে ঘিরে, সে চিরচেনা মানুষটি যদি মুহূর্তের মধ্যে পর হয়ে যায়। এক কথায় তাকে তার ভালোবাসাকে অস্বীকার করে। সেই তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মেয়েটি এতটা নির্ভরতাশূন্য হয়ে পড়ে যে তখন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এর প্রমাণ অগণিত। আবার দেখা যায় যেখানে জন্ম, বেড়ে ওঠা, যে জন্মস্থান চিরচেনা স্বজনদের ছেড়ে শুধু ধর্মীয় সামাজিকতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর পরিচয়ে একজন অচেনা মানুষকে আপন ভেবে তার জীবনে জড়ায়। আর সেই মানুষটি যদি বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে চন্ডালের রূপ ধারণ করে। করে ঘর ছাড়া সম্বলছাড়া। তখন স্ত্রীর পরিচয়ে সে নারীটি যদি পিত্রালয়েও আশ্রয় যথার্থ প্রতিশ্রুতি না জোটে বা তেমন কোনো একটি সম্বল স্বজন না থাকে তখন দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে সে হয় আত্মঘাতী, যা আমরা প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিহত দেখেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই আত্মঘাতী বা অপমৃত্যুগুলো কোনো একটি সঠিক সমাধান কী দিচ্ছে বা এই প্রতিবাদের কারণে কোনো একটি প্রতিকার হচ্ছে। ইভটিজিংয়ের কারণে যে মেয়েটি আত্মহত্যা করছে, তার জন্য সমাজের কিছু অংশ সাময়িকভাবে প্রতিবাদ জানালেও সময়ের ধারায় তা একসময় মলিন হয়ে যায়। কেবল এই মেয়েটির পরিবার জীবনভর সন্তান হারানোর ব্যথা অনুভব করবে।

সেই মেয়েটি যে জীবনের চেয়েও যাকে বেশি ভালোবেসেছিল, সে মানুষটির দেয়া আঘাতের প্রতিবাদে জীবন উৎসর্গ করেছিল। সেই প্রতারক প্রেমিক হয়তো ক'দিন অনুতপ্ত হলেও তার জীবন জীবনের নিয়মেই অগ্রসর হবে। একদিন সংসার সাজাবে, সন্তানের বাবা হবে। যে স্ত্রীরা স্বামীর প্রবঞ্চনার প্রতিবাদে নিজ সন্তানসহ নিজেদের অবলীলায় বলি দিচ্ছেন, সেই প্রবঞ্চক স্বামী সমাজ-সংসারের কাছে দোষী হলেও আইনের বিচারে সাজা ভোগ করলেও তা কিন্তু সময়ের অবধারিত ধারায় মুছে যাবে।

তাই বলব, সময় থাকতেই আত্মহত্যা বা অপমৃত্যুর নেপথ্যের মদদদাতাদের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ করুন। এতে কাজ না হলে সমাজের সহায়তায় প্রতিরোধ করুন। আর এর পরও যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হন তাহলে বাধ্যতামূলক আইনের আশ্রয় নিন। মনে রাখতে হবে, লোকলজ্জা, পাছে লোকে কিছু বলার চেয়ে আত্মরক্ষা, জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সব মানুষের দায়িত্ব অন্যতম অধিকার। ফরজও বটে। তাই আর নয় নেপথ্যে নিজের সাথে যুদ্ধ, ভালো থাকার অভিনয়। কৃত্রিম বাহবা অর্জনে ফানুসসম কৃতিত্ব। বরং যা কিছু বৈষম্য এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, পুষে রাখা ক্ষোভ একে একে পাহাড়সম করে মৃত্যুর দিকে পতিত হওয়া, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কাছে অন্তত আশা করা বোকামি অন্যায়সূচক। তাই আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে এর প্রতিবাদ করি। বেঁচে থাকি নব নব প্রাণসঞ্চারে সঞ্চিত করে, প্রকৃতির প্রামাণিক ধারায় এ দেহে যতক্ষণ থাকে প্রাণ।

খন্দকার মর্জিনা সাঈদ

চান্দিনার দারকি-কন্যারা

বাঁশের শলার তৈরি বিশেষ ধরনের মাছ ধরার ফাঁদের নাম দারকি। অঞ্চলভেদে দারকির অন্য নামও আছে। কোথাও কোথাও দারকিকে বলে ঘুনি। আবার কোথাও বলে বাইর অথবা দিয়াইর, আন্‌তা প্রভৃতি। বর্ষা মৌসুমে নালা, খাল-বিলের অল্প পানিতে মাছ ধরতে এই ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। মাছ ধরার ফাঁদ হিসেবে দারকির ব্যবহার চলে আসছে আবহমান কাল ধরে। গ্রামবাংলায় সর্বত্র দারকি দিয়ে মাছ ধরার প্রচলন এখনো দেখা যায়। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার সদর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাধাইয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে ২০০ গজ পূর্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত কলাগাঁও গ্রাম মাধাইয়া ইউনিয়নে যার অবস্থান। এই গ্রামের দারকি বিশেষ এক কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামের প্রায় পরিবার দারকি শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। জীবিকার জন্য সবাই এটাকে প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। চান্দিনার মাধাইয়া ইউনিয়নের কলাগাঁও গ্রামের হাজেরা বেগমেরি, বর্ষা মৌসুম এলে ব্যস্ততা বেড়ে যায় তার। সন্তানের প্রতিও নজর দেয়ার সময় মেলে না। ঘরের সামনে একচিলতে উঠানে বসে দিনভর দারকি বাঁধেন আপন মনে। তাকে ঘিরে কাজে ব্যস্ত অন্যরাও। সংসার চালাতে উপার্জনের অবলম্বন হিসেবে হাজেরা বেগমের মতো এই গ্রামের আমেনা, স্মৃতি বেগম, কালাম, রেনু মিয়া, আলেয়া, মালেক, লাইলী, কেরামত আলী, হনুফা ও নাজমা নামে আরো অনেকেই দারকি বানিয়ে জীবিকার পথ বেছে নিয়েছেন। এশুধু বর্ষা মৌসুমেই নয়, সারা বছরই তারা প্রত্যেকেই দারকি বানিয়ে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার কলাগাঁও গ্রামে সচ্ছল জীবন যাপন করছেন কয়েক হাজার নারী-পুরুষ। তারা এখন সবাই স্বাবলম্বী। কলাগাঁও গ্রামের আবুল কালাম জানালেন, সবাই বংশপরম্পরায় জীবিকা নির্বাহ করতে দারকি বানিয়ে আসছেন। এই গ্রামের মানুষের আর কোনো পেশা নেই বললেই চলে। সারা বছরই দারকিসহ বিভিন্ন বেতের জিনিস তৈরির কাজ করা হয় এই গ্রামে। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির আঙিনা ও অলিগলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন আকৃতির দারকি। এই বর্ষায় নারী-পুরুষ-শিশুসহ সব বয়সের মানুষই বিভিন্ন ধরন ও আকারের দারকি তৈরির কাজে ব্যস্ত।

TRAVEL SEASON
The best choice for world travel

We sell cheap airline tickets anywhere in the world
Check for our latest fares:
0207 702 7399

SPECIAL OFFER
Dhaka RTN
£440 inc. tax
Subject to availability
Terms & Conditions apply

সম্মানিত হজ্ব যাত্রীদের জন্য আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।
হজ্বের বুকিং নেয়া হচ্ছে।
আমরা আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, নো-ভিসা ইত্যাদি কাজ করে থাকি।
আপনি কি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করতে চান? তাহলে আর দেরী না করে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা অল্প সময়ে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে টাকা পাঠাতে সক্ষম।
আমরা ১৯৯৯ সাল থেকে আপনাদের সেবা দিয়ে আসছি।
ট্রাভেল সিজন

62a Cleveland Way, London E1 4UF
T: 0207 702 7399
F: 0207 702 7399
M: 07985 116 074
E:travelseason@msn.com
www.travelseason.co.uk
Retailer agent for ATOL HOLDER